দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 5 ...

C59

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থপুস্তক নিষিদ্ধকরণ আইন রহিত করার জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আলহাজ্ব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ - এর নিকট

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির

আকুল আবেদন

মহাত্মন,

আমাদের নিবেদন এই যে, পুস্তক প্রকাশন ও বিপণনে সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার সদস্যের গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদে গৃহীত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 'অর্থপুস্তক নিষিদ্ধকরণ আইন' জাতির জন্যে কোন সুফল বয়ে আনার পরিবর্তে শিক্ষার মানকে নিম্নগামী ও শিক্ষা বিস্তারের পথকে নানান অন্তরায় সৃষ্টির মাধ্যমে সংকুচিত করেছে। এই আইনের ব্যর্থতা ও কুফলগুলো আপনার দৃষ্টিগোচর করতে চাই।

প্রবর্তিত এই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ প্রতিষ্ঠিত পুস্তক প্রকাশক ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থ-পুস্তক প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলেও রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা অখ্যাত ভুঁইফোঁড় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অযোগ্য লেখক-লেখিকার দ্বারা লিখিয়ে এবং আইনের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের অর্থপুস্তক প্রকাশ ও বিপণন করে আসছে। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ও দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অর্থপুস্তকের চাহিদা প্রচণ্ড ও ব্যাপক বলে এসব বে-আইনী, অতি নিকৃষ্টমানের ও উচ্চ দামের অর্থপুস্তকের জমজমাট ব্যবসা দেশব্যাপী চলে আসছে। এর ফলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে, দুর্নীতির প্রসার হচ্ছে এবং বে-আইনী অর্থপুস্তকের ব্যবসা একটা 'ওপেন সিক্রেট' ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

'অর্থপুস্তকের নিষিদ্ধকরণ আইন' দ্বারা দেশের স্বল্প-আয়ের অভিভাবকদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা লাভের পথ সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। আর বিত্তবানদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে বিপুল অর্থ ব্যয়ের এক বিলাসিতার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে শতকরা ৯০ ভাগ লোক বাস করে গ্রামে, আর তাদের অধিকাংশই নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও স্বল্প-বিত্ত। তাদের পক্ষে ছেলে-মেয়েদের জন্যে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা সাধ্য ও সামর্থ্যের অতীত। তাই তাদের উন্নত মেধা-সম্পন্ন এমনকি প্রতিভাবান সন্তান-সন্ততিরাও পাঠ্য-বিষয় অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে শিক্ষা জীবনের শুরুতেই লেখাপড়ার পাঠ সাঙ্গ করে অকালে শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে পড়ে। পূর্বের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও শিক্ষা বিস্তারে আশানুরূপ ফল অর্জিত না হবার এটাও অন্যতম প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে বিত্তবানদের সন্তানেরা নিরন্তর গৃহশিক্ষকের সাহায্য পাচ্ছে এবং সমাজে মর্যাদাশীল শ্রেণীতে উন্নীত হবার একচেটিয়া সুযোগ পাচ্ছে। 'অর্থপুস্তক নিষিদ্ধকরণ আইন' যে গৃহশিক্ষক নিয়োগে একরকম বাধ্য-বাধকতা সৃষ্টি করেছে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এর ফলে গৃহশিক্ষকের প্রচণ্ড চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে এবং শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ার মান ক্রমেই নিম্নগামী হতে চলেছে। এ দেশের মাটিতে এই আইন বিপরীত ফলবাহী বিষবৃক্ষরূপে প্রমাণিত হয়েছে। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তবতার সাথে এই আইনের কোনরূপ প্রাসঙ্গিকতা নেই।

'অর্থপুস্তক নিষিদ্ধকরণ আইন' পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদানের জন্যে আপনার সরকার একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিলেন। এই টাস্ক ফোর্স দেশের বিরাজমান অবস্থাদি পর্যালোচনা করে এর সুচিন্তিত রিপোর্ট ও সুপারিশ প্রদান করেন। কিন্তু এই রিপোর্ট ও সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আমাদের দেশে শিক্ষক ছাত্রের যে অনুপাত, তাতে শ্রেণী কক্ষে প্রত্যেক ছাত্রকে তার প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া ও তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ভাল অর্থ-পুস্তকের অভাব ছাত্রদের কেবল পাঠাভ্যাসে বিরাগ সাধন করতে পারে, যার ফলশ্রুতি গিয়ে দাঁড়ায় প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষাঙ্গণ ত্যাগ। এছাড়াও আছে গ্রন্থাগারের অভাব। আমাদের দেশের প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই পুস্তকসমৃদ্ধ লাইব্রেরী কেন, কোন ধরনের লাইব্রেরীই নেই। কোন শিক্ষকের ইচ্ছা থাকলেও শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্যে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না। ফলে পাঠ্য বিষয়াদির অধিকাংশই ছাত্র-ছাত্রীদের অনধিগম্য থেকে যায়, এবং পাঠ্য বিষয় হয়ে পড়ে দুরূহ, দুষ্কর, নীরস ও সাধ্যাতীত অনুশীলনে। অপর দিকে এ আইন অসংখ্য ক্ষুদ্র অথচ সৎ পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ীকে কর্মচ্যুত করে সীমাহীন অভাব অনটনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। পুস্তক বাঁধাই প্রতিষ্ঠান ও ছাপা-খানাগুলোর উপরও এর প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে। বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং যে গুলো টিকে আছে সেগুলোর ও বহু কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়ে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। সৎ ও আইন মান্যকারী ব্যবসায়ীদের সামনে দিয়ে অবৈধ, নিকৃষ্ট ও উচ্চ মূল্যের অর্থ বই অবারিতভাবে বিক্রি হচ্ছে। শুধু সৎ ব্যবসায়ী, নিরীহ অভিভাবক ও অসহায় ছাত্র-ছাত্রীরাই আজকে বিড়ম্বনার শিকার। প্রসঙ্গতে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশ্বের অন্য কোন দেশে—এমন-কি উন্নত দেশ গুলোতেও অর্থপুস্তক নিষিদ্ধ নয়।

অতএব, মহামহিম, আপনার কাছে সবিনয় আরজ, আপনি ১৯৮০ সালের 'অর্থপুস্তক নিষিদ্ধকরণ আইন' প্রত্যাহার করে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সার্বজনীন শিক্ষা-বিস্তারের পথ সুগম করে দেশবাসীর অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করবেন এবং এই ক্ষতিকর ও বিভেদ সৃষ্টিকারী আইন রহিত করে দেশবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার আসনে চির-প্রতিষ্ঠিত হবেন।

জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল, এম. পি.
সভাপতি
বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি

তারিখ : ৭-৭-৯৪ বাং
২৫-১০-৮৭ ইং